বিষয়বস্তুঃ মি'রাজ

রজব মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২৮ রজব ১৪৪৫ হিজরী, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১৩২

نَحْمَدُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى
بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ
لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ * صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

মুহ্তারম ঈমানদার ভায়েরা !

আজ রজব মাসের ২৮ তারিখ, চতুর্থ জুমুআ। আজ
আমরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'ইসরা
ও মি'রাজ' সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।
কুরআন মজীদে সূরা বনী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতে
আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا
الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ط إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রির বেলায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন। যার চতুর দিকে আমি বরকত দান করেছি। যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শবণকারী এবং দর্শণ কারী। ”

ইসরা ও মি'রাজ নবীজির বৈশিষ্ট্যঃ

দ্বীন প্রচারের জন্য আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যত কষ্ট দেওয়া হয়েছে, অন্য কোন নবী-রসূলকে সে কষ্ট দেওয়া হয় নি। যখন থেকে তিনি প্রকাশ্যে দ্বীন প্রচার শুরু করেছিলেন, তখন থেকেই কুরাইশদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি চরম দূর্ব্যবহার করা হয়েছে। লাঞ্ছনা ও অপমানের এমন কোন দিক বাকি ছিলনা যা তিনি আল্লাহর পথে সহ্য করেন নি।

এভাবে যখন নবুওয়াতের প্রথম সাত বছর অতিবাহিত

হয়, তখন সমস্ত কুরাইশ গোত্র সম্মিলিতভাবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বনী হাশিম ও তাঁর সহযোগীদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে। আবু তালিব তখন আপন গোত্রের লোকদের নিয়ে শি'আবে আবী তালিবে আশ্রয় নেন। সেখানে নবীজি একাধারে তিন বছর অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিন কাটান এবং নবুওয়াতের দশম বছরে তিনি সাহাবীগণ সহ শি'আবে আবী তালিব থেকে বেরিয়ে আসেন। শি'আবে আবী তালিব থেকে বেরিয়ে আসার কিছুদিন পরেই রমাযান অথবা শা'বান মাসে নবুওয়াতের দশম বছরে আবু তালিবের ইন্তেকাল হয়। তাঁর ইন্তেকালের তিন অথবা পাঁচদিন পর হযরত খাদীজা (রযি) ইন্তেকাল করেন।

হযরত খাদীজা রযিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকালের পর, নবুওয়াতের এগারতম বছরে নবীজি তায়েফ বাসীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে যান। কিন্তু তারা ইসলাম কবুল করার পরিবর্তে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি চরম দূর্ব্যবহার করে; নবীজির গায়ে পাথর

মেরে রক্তাক্ত করে দেয়। অতঃপর তিনি তায়েফ থেকে ফিরে আসেন।

এভাবে তিনি যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমস্ত স্তর অতিক্রম করেন, তখন আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে ইসরা ও মি'রাজের মাধ্যমে উঁচু মর্যাদা ও মহা সম্মানে ভূষিত করেন।

মি'রাজ কত সালে সংঘটিত হয়ঃ

মি'রাজ কত হিজরীতে হয়েছিল, এ ব্যাপারে অনেক মত রয়েছে। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতামত হচ্ছে, হযরত খাদীজা রযিয়াল্লাহু আনহা ও আবু তালিবের ইন্তেকালের পর, নবুওয়াতের এগারোতম বছরে ইসরা ও মি'রাজ সংঘটিত হয়। মি'রাজ কোন মাসে হয়েছিল সে সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে, সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, রজব মাসের সাতাশতম রাত্রিতে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল।

ইসরা ও মি'রাজের কী অর্থঃ

উলামাদের পরিভাষায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করাকে বলা হয় ইসরা। আর

মসজিদে আকসা থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত ভ্রমণ করকে মি'রাজ বলা হয়।

মি'রাজ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, সিঁড়ি। মসজিদে আকসা থেকে বার হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য জান্নাত থেকে একটি সিঁড়ি আনা হয়, যার মাধ্যমে তিনি আসমানে গমন করেছিলেন তাই মি'রাজকে মি'রাজ বলা হয়। সীরাতে ইবনে হিশামের ২য় খণ্ডের ৩৬ পৃষ্ঠায় আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি যখন বাইতুল মুকাদ্দাসে করনীয় কাজ থেকে অবসর হলাম, তখন আমার জন্য একটি সিঁড়ি আনা হয়, আমি তার চেয়ে সুন্দর কোন সিঁড়ি দেখে নি। ফেরেশতা আমাকে তাতে আরোহন করান এবং তার মাধ্যমে আমি আসমানে গমন করি।

ইসরা ও মি'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনাঃ

এক রাতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচাতো বোন, আবু তলিবের কন্যা উম্মে হানী রযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে শুয়ে ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ

ছাঁদ ফেটে যায় এবং ছাদ থেকে হযরত জিবরাঈল (আঃ) অবতরণ করেন। তাঁর সাথে অন্যান্য ফেরেশতারাও ছিলেন। তাঁরা নবীজিকে যমযম কূপের কাছে নিয়ে যান এবং চিনা চাক করেন। কলব মুবারক বার করে যমযমের পানি দ্বারা তা ধুয়ে দেন। আর একটি সোনার প্লেট নিয়ে আসেন, যা ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ ছিল। সেই ঈমান ও হিকমত রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে ভরে দিয়ে বক্ষ মুবারক সেলাই করে দেন এবং দু' বাহুর মাঝখানে মোহরে নবুওয়ত স্থাপন করেন।

অতঃপর বোরাক নামক একটি বাহন নিয়ে আসেন। বোরাক একটি বেহেশতী জন্তুর নাম। গাধার থেকে বড় এবং খচ্চরের থেকে ছোট। যার রং ছিল সাদা। যা এত দ্রুত গতি সম্পন্ন ছিল যে, প্রতিটি কদম দৃষ্টির শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছাত। নবীজি সেই বোরাকে করে রওয়ানা হন। এ যাত্রায় আল্লাহ তায়লা নবীজিকে অনেক বিষয়ে অবগত করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি বিষয় এই-

যাওয়ার পথে নবীজি এমন স্থান দিয়ে গমন করেন,

যেখানে খেজুর বাগান ছিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবীজিকে বলেন, এখানে অবতরণ করে নামায পড়ুন। নবীজি সেখানে নামায আদায় করেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবীজিকে বলেন, এ জায়গাটি হল ইয়াসরিব অর্থাৎ মদীনা। আপনি এখানে হিজরত করবেন।

নবীজি এক বৃদ্ধা মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। মহিলাটি নবীজিকে উচ্চঃস্বরে ডাক দেয়। হযরত জিবরাঈল নবীজি বলেন, আপনি সামনে অগ্রসর হন, এ মহিলাটির দিকে কোন ভ্রক্ষেপ করবেন না। আরো কিছু দূর অগ্রসর হলে একটি বৃদ্ধ লোক দেখতে পান, সেও নবীজিকে নিজের কাছে ডাকছে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেন, আপনি সামনে আগান। সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি একটি দলের পাশ দিয়ে গমন করেন, তারা নবীজীকে এভাবে সালাম দেন-

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آخِرُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرُ

হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবীজিকে বলেন, আপনি তাদের সালামের জওয়াব দেন।

তারপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবীজিকে বলেন,
 যে বৃদ্ধা মহিলাটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, সে ছিল
 দুনিয়া। দুনিয়ার এত অল্প বয়স অবশিষ্ট আছে, যেমন ঐ
 মহিলার বয়স অবশিষ্ট রয়েছে এবং ঐ বৃদ্ধ লোকটি ছিল
 শয়তান। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল, আপনাকে তাদের প্রতি
 আকৃষ্ট করা। আর ঐ দল, যারা আপনাকে সালাম
 জানিয়েছেন, তাঁরা ছিলেন হযরত ইবরাহীম, হযরত মুসা
 এবং হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালাম।

মি'রাজে যাওয়ার পথে নবীজি এমন কিছু লোকদের
 পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের নখ ছিল তামার মত। তারা
 তাদের চেহারা ও বুক ঐ নখ দ্বারা আঁচড়াচ্ছিল। রসূলুল্লাহ
 সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল (আঃ) কে
 জিজ্ঞেস করেন, এরা কারা? তিনি বলেন, এরা হচ্ছে ঐ
 সব লোক, যারা মানুষের গোশত খায়। অর্থাৎ গীবত বা
 পরনিন্দা করে ও তাদের ইজ্জত-সম্মানের উপর আঘাত
 হানে। খচায়িছুল কুবরা কিতাবের ১ম খণ্ডের ১৫৬ পৃষ্ঠায়
 এসব লেখা আছে।

অতঃপর তিনি এমন একটি দলের পাশ দিয়ে গমন করেন, যাদের মাথা পাথর দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল। চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার পর পুনরায় আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছিল। তাদের সাথে ধারাবাহিক ভাবে এমন আচরণ করা হচ্ছিল। নবীজি জিজ্ঞেস করেছিলেন, এরা কারা? উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেছিলেন, এরা হচ্ছে তারা যারা ফরয নামায আদায় করতে গাফলতি করে।

এরপর নবীজি অপর একটি দলের পাশ দিয়ে গমন করেন, যাদের লজ্জাস্থানের সামনে ও পিছনে কাপড়ের টুকরা পেঁচানো রয়েছে। তারা উট ও গরুর মত ঘাস খাচ্ছে এবং কাঁটা ও জাহান্নামের পাথর ভক্ষণ করছে। এ দৃশ্য দেখে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে জিজ্ঞেস করেন, এরা কারা? তিনি বলেন, এরা হচ্ছে ঐ সব লোক, যারা মালের যাকাত আদায় করত না।

অতঃপর নবীজি আর একটি দলের পাশ দিয়ে গমন করেন, যাদের সম্মুখে একটি পাত্রে পাকানো গোশত

রয়েছে এবং অন্য এক পাত্রে রয়েছে কাঁচা ও বাসি গোশত। লোকেরা কাচা ও বাসি গোশত খাচ্ছে, কিন্তু পাকানো গোসত খাচ্ছে না। নবীজি জিজ্ঞেস করেন এরা কারা? হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেন, এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক, যাদের কাছে হালাল স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ব্যভিচারী নারীদের সাথে রাত্রিযাপন করত। অথবা এরা আপনার উম্মতের ঐ সব মহিলা, যারা তাদের স্বামীকে বাদ দিয়ে দুশ্চরিত্র পুরুষদের সাথে রাত্রি যাপন করত।

নবীজি পুনরায় এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে যান, যাদের জিহ্বা ও ঠোঁট লোহার কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে, কাটার সাথে সাথে তা আবার অক্ষত অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে, তাদের সাথে এমন ব্যবহার চলতে থাকে। নবীজি জিজ্ঞেস করেন, এরা কারা? হযরত জিবরাঈল বলেন, এরা আপনার উম্মতের ঐ সব লোক, যারা অন্যদেরকে উপদেশ দিত, কিন্তু নিজেরা তা বাস্তবায়ন করত না।

অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছেযান এবং বোরাক থেকে অবতরণ

করেন। নবীজি বোরাককে ঐ স্থানে বেঁধেছিলেন যেখানে অন্যান্য নবীগণ নিজেদের বাহনগুলো বেঁধে রাখতেন। তারপর তিনি বাইতুল মুকাদাসে প্রবেশ করেন এবং দু'রাকাআত 'তাহিয়াতুল' মসজিদ নামায আদায় করেন। ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি আনাস (রযি) থেকে বর্ণনা করেছেন। সীরাতে মুস্ততা ১ম খণ্ডের ২২৮ পৃষ্ঠায় এটা লেখা আছে।

প্রিয় সুধীবৃন্দ ! নবীজির শুভাগমনে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য আশ্বিয়ায়ে কেরাম সেখানে পূর্ব থেকেই অপেক্ষা করছিলেন। তারা নবীজিকে অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর একজন মুআযযিন আযান দেন এবং ইকামত বলেন। সকলে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যান। সবাই এ অপেক্ষায় ছিলেন যে, কে ইমামতি করবে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবীজির হাত ধরে তাঁকে সামনে যাওয়ার অনুরোধ করেন। সুতরাং তিনি নামায পড়ান। একটি বর্ণনায় আছে, নবীজির শুভাগমনের প্রেক্ষিতে আসমান থেকে ফেরেশতারাও অবতরণ করেছিলেন। সুতরাং তিনি সমস্ত

নবী ও ফেরেশতাদের ইমামতী করেছেন।

নবীজির আসমানে গমনঃ

বাইতুল মুকাদাসের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পন্ন হওয়ার পর, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আঃ) ও অন্যান্য ফেরেশতাদের সাথে আসমানসমূহে গমন করেন। এখানে আমাদের জানাদরকার যে, তিনি আসমানে কিভাবে গিয়েছিলেন।

কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বোরাকের উপর আরোহণ করে আসমানে গমন করেছিলেন। আবার কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, মসজিদে আকসা থেকে বার হওয়ার পর জান্নাতের একটি সিঁড়ির মাধ্যমে নবীজি আসমানে আরোহণ করেছিলেন। এ কথার সমর্থনে আমরা একটি হাদীস বর্ণিত আছে, হাদীসটি এই যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রযি) বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যখন আমি বাইতুল মুকাদাসের সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পন্ন করি, তখন

একটি সিঁড়ি নিয়ে আসা হয়, যার চেয়ে উত্তম আমি কোন সিঁড়ি দেখিনি। এটা হচ্ছে সেই সিঁড়ি যার দ্বারা আদম সন্তানের রুহসমূহ আসমানের দিকে উঠানো হয় এবং যার দিকে মৃত্যুর সময় মৃত্যুবরণকারী তাকিয়ে থাকে।

হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে সেই সিঁড়ির উপর আরোহণ করান। এভাবে আমি আসমানের একটি দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যাকে বাবুল হাফাযা বলা হয়। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবের ৪র্থ খণ্ডের ২৭৫ পৃষ্ঠায় এ কথা লেখা আছে।

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী ! যখন নবীজি প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেযান, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) আসমানের দরজা খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। প্রথম আসমানের দারোয়ান জিবরাঈল (আঃ) কে জিজ্ঞেস করেন, আপনার সাথে আর কে আছে? হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেন, মুহাম্মদ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেন, তাঁকে আহ্বান করার কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেন, হ্যাঁ। ফেরেশরাতা

এ কথা শুনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং দরজা খুলে দেন।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম আসমানে প্রবেশ করেন এবং এক বুয়ুর্গ ব্যক্তিকে দেখতে পান। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেন, ইনি হচ্ছেন আপনার পিতা আদম (আঃ)। আপনি তাঁকে সালাম করুন। নবীজি আদম (আঃ) কে সালাম করেন। আদম আলাইহিস সালাম সালামের জওয়াব দেন এবং বলেন,

مَرْحَبًا بِالْأَبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

“নেক সন্তান ও নেক নবীকে ধন্যবাদ।” রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আদম আলাইহিস সালামের ডান দিকে ও বাম দিকে কিছু আকৃতি দেখতে পান। হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন ডান দিকে তাকান তখন তিনি খুশি হন এবং হাসতে থাকেন। আর যখন বাম দিকে দেখেন তখন কাঁদতে থাকেন। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলেন, ডান দিকে তাঁর নেক সন্তানদের আকৃতি। এদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া

হবে এরা হবেন জান্নাতী। আর বাম দিকে যারা অবস্থান করছে, তারা হচ্ছে গোনাহগার সন্তানদের আকৃতি। তাদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে, তারা হবে জাহান্নামী। সহীহ মুসলিমের ২৬৩ নম্বরে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

অতঃপর নবীজি দ্বিতীয় আসমানে যান। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আসমানের দরজা খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেখানকার দারোয়ান হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞেস করেন, আপনার সাথে আর কে আছে? তিনি বলেন, মুহাম্মদ। (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।) ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেন, তাঁকে কি আহ্বান করা হয়েছে? হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেন হ্যাঁ। ফেরেশতা বলেন,

مَرْحَبًا نِعْمَ الْمَجِيئُ جَاءَ

“উত্তম আগন্তুককে ধন্যবাদ।” দ্বিতীয় আসমানে নবীজি হযরত ইয়াহয়া এবং হযরত ঈসা আলাইহিমা সালামকে দেখতে পান। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেন তাঁরা হচ্ছেন হযরত ইয়াহয়া ও ঈসা (আঃ)। আপনি তাদের

সালাম করুন। নবীজি তাদের সালাম করেন। তারা সালামের জবাব দেন এবং বলেন,

مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

“নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীকে ধন্যবাদ।” এভাবে নবীজি প্রতিটি আসমানে গমন করেন। তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত হয়। চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরীস আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত হয়। পঞ্চম আসমানে হযরত হারুণ আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত হয়। ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত হয়। সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত হয়।

ভাই সকল ! রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এ অবস্থায় দেখেন যে, তিনি বাইতুল মা'মূরের সাথে পিঠ লাগিয়ে বসে আছেন।

বাইতুল মা'মূর ফেরেশতাদের কিবলা। যা সোজাসুজি কা'বা শরীফের উপর সপ্তম আসমানে অবস্থিত। প্রত্যেক

দিন সত্তর হাজার ফেরেশতা বাইতুল মা'মূরে তওয়াফ করেন। যাঁরা একবার তওয়াফ করেন, তাঁদের দ্বিতীয় বার তওয়াফ করার সুযোগ হয় না।

হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবীজিকে বলেন, ইনি আপনার পিতা আপনি তাঁকে সালাম করুন। নবীজি তাঁকে সালাম করেন। তিনি সালামের উত্তর দেন এবং বলেন, **مَرْحَبًا بِالْأَبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ** “নেক সন্তান ও নেক নবীকে ধন্যবাদ।”

সিদরাতুল মুনতাহায় নবীজির গমনঃ

সপ্তম আসমানের পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয়। ‘সিদরাতুন’ মানে কুল গাছ। আর ‘মুনতাহা’ মানে শেষ প্রান্ত। পৃথিবী থেকে যা কিছু উপরে উঠে, তা সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়ে সমাপ্ত হয়। অতঃপর সেখান থেকে উপরে যায়। আর উর্ধ্ব জগৎ থেকে যেসব জিনিস নিচে আসে, তা প্রথমে সিদরাতুল মুনতাহায় এসে স্থগিত হয়। অতঃপর সেখান থেকে নিচে অবতরণ করে। এ কারণে

এর নাম হচ্ছে সিদরাতুল মুনতাহা।

সহীহ মুসলিমের ২৫৯ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবীজি বলেছেনঃ সেই কুল গাছের পাতা হাতীর কানের মত বড়। আর ফল হচ্ছে বড় বড় মটকী বা কলসির মত। কুল গাছটি এমন অপরূপ রংয়ে আবৃত, আল্লাহর কোন সৃষ্ট জীবের পক্ষে এর সৌন্দর্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে সিদরাতুল মুনতাহায় তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন। সেখানে তিনি অসংখ্য ফেরেশতা এবং সোনার কীট-পতংগ দেখতে পান, যা সিদরাতুল মুনতাহা বেষ্টন করে রেখেছিল।

নবীজির জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শনঃ

জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহার নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। সূরা নজমের ১৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ “সিদরাতুল মুনতাহার নিকট জান্নাতুল মা’ওয়া অবস্থিত।” “খচায়িসুক কুবঅরা” কিতাবের ১ম খণ্ডের ১৬৯ পৃষ্ঠায় আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল

মা'মূরে নামায আদায় করার পর সিদরাতুল মুনতাহায় চলে যান। সিদরাতুল মুনতাহা থেকে জান্নাতের দিকে গমন করেন এবং জান্নাত দেখানোর পর তাঁকে জাহান্নাম দেখানো হয়।

সহীহ মুসলিমের ২৬৩ নম্বর হাদীসে হযরত আবু যার (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ জিবরাঈল আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যান। তা এত অপূর্ব বিচিত্র রংগের যে, আমি বুঝতে পারছি না যে, আসলে তা কী। তারপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। সেখানকার গম্বুজসমূহ ছিল মনি-মুক্তার এবং মাটি ছিল মিশক আম্বরের।

সরীফুল আকলাম নামক স্থানে নবীজির গমনঃ

সিদরাতুল মুনতাহা থেকে নবীজি আরও উপরে উঠেন এবং এত উঁচু স্থানে পৌঁছান, যেখানে তিনি 'সরীফুল আকলাম' শুনছিলেন। লেখার সময় কলমের যে শব্দ হয় তাকে 'সরীফুল আকলাম' বলে। এ স্থানে ফেরেশতারা আল্লাহ তায়ালার বিভিন্ন বিষয়াদি লিখতে থাকেন এবং তাঁর

হুকুম-আহকাম লওহে মাহফূয থেকে লিপিবদ্ধ করেন।

আল্লাহ তায়ালার দর্শন ও কথোপকথনঃ

সরীফুল আকলাম নামক স্থান থেকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার নূরানী পর্দাসমূহ অতিক্রম করে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে পৌঁছেযান এবং আল্লাহ তায়ালার এমন নিকটে পৌঁছেন যে, আল্লাহ ও তাঁর মধ্যে দুই ধনুক পরিমাণ অথবা এর থেকে আরো কম ব্যবধান ছিল।

হযরত আনাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন;

رَأَيْتُ النُّورَ الْأَعْظَمَ

“আমি মহান নূর অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নূর দেখেছি। ”

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট ওয়াহী নাযিল করেছেন, যা তিনি নাযিল করার ইচ্ছা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা কোন মাধ্যম ছাড়াই আমার সাথে কথা বলেছেন। তফসীরে দুররে মানসূরে সূরা নাজমের ৮, ৯ এবং ১০ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় এসব বর্ণিত আছে।

সীরাতে মুস্তফা কিতাবের ৩য় খণ্ডের ২৯৬ পৃষ্ঠায় সহীহ মুসলিম থেকে লেখা আছে যে, আল্লাহ তায়ালা মি'রাজ রজনীতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনটি নিয়ামত দান করেছিলেন। (১) পাঁচ ওয়াক্ত নামায। (২) সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ। (৩) উম্মতে মুহাম্মদীর কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ তায়ালা সাথে কাউকে শরীক না করে, আল্লাহ তায়ালা তার কবীরা গোনাহ মাফ করে দেবেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ করবে, সে কাফিরদের মত চিরদিন জাহান্নামে থাকবে না। কাউকে নবীর সুপারিশ দ্বারা, আর কাউকে ফেরশতাদের সুপারিশ দ্বারা, আর কাউকে নিজের বিশেষ রহমত ও দয়ায় ক্ষমা করবেন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)